স্মরণিকা

আঞ্জুমানে আহমদীয়া তারুয়ার প্রতিষ্ঠা দিবস

প্রথম প্রতিপালন ১৯৭৯

ইতিহাস কথা কয়
সত্যের কাছে মিথ্যার পরাজয়

আঞ্জুমানে আহমদীয়া তারুয়া কর্তৃক প্রকাশিত

হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) প্রতিশ্রুত মসিহ মউদ
জন্ম-১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫ দাবী ১৮৮৯ ইন্তেকাল ২৬শে মে, ১৯০৮

বাণী চিরন্তনী

নিঃসন্দেহ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি
শ্রেষ্ঠতম উপকরণে, তারপর তাকে পরিণত
করেছি অধমতম অধমে—তারা ব্যতীত
যারা ইমান আনয়ন করে ও সৎকর্মশীল,
তাদের জন্য রয়েছে অনন্ত পুরস্কার।

[সূরাতীন]

পরবর্তী বংশধরদের জন্য জ্ঞানকে
লিপিবদ্ধ করে স্থায়ী কর।

[হাদিস]

সমগ্র জগত অবিশ্বাসী হলেও
সত্য চিরকালই সত্য এবং
সমগ্র জগত সমর্থনকারী হলেও
মিথ্যা চিরকালই মিথ্যা।

[প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী আঃ]

আমীরের বাণী :

১৯৫০ সন হইতে তারুয়া জামাতের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সম্বন্ধ। বাংলাদেশের আহমদীয়া জামাতগুলোর মধ্যে ইহা একটি পুরাতন ও অন্যতম বৃহত্তম জামাত। আমি তারুয়ার বহু জলসায় যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। সেখানে এত অধিক তবলীগ হইয়াছে যে, যাহারা এখনও জামাতে যোগদান করেন নাই তাহারাও আহমদীয়া জামাত বিরোধী বিতর্কমূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর সম্বন্ধে পূর্ণরূপে ওয়াকেফহাল। এই জামাতের মরহুম মুন্সী মইজুদ্দিন সাহেব লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন এলাকার মধ্যে অত্যন্ত বিচক্ষণ ধীমান ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁহার সম্মুখে বিরোধী ওলেমা বিপর্যস্ত হইয়া যাইতেন। মৌলভী আহমদ আলী সাহেব এই জামাতের অন্যতম বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি বহু দিন এই জামাতের প্রেসিডেন্টরূপে যোগ্যতার সহিত কার্য পরিচালনা করেন। তিনি একজন ভাল হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। তিনি বিনয়ী ও মেহমান নেয়াজ। তিনি এখন ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ডাক্তারী করেন। এই জামাতের বহু উচ্চ শিক্ষিত সদস্য কর্মোপলক্ষে বাহিরে বাস করেন। তন্মধ্যে মৌলভী মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত কৃষি পরিচালক) অন্যতম। তিনি অনেক দিন যাবৎ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারীর পদে দক্ষতার সহিত কাজ করেন। এই জামাতের মজবুতি কল্যাণ ও উন্নতির জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করিতেছি।

মৌলভী মোহাম্মদ
আমীর বাঃ আঃ আঃ

তারুয়া জামাতের প্রেসিডেন্টের বাণী ঃ

তারুয়া আহমদী জামাত প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রতিপালন দিবস আমাদের মাঝে যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে তা চির জাগরুক থাকুক আল্লাহর দরবারে জানাই সেই মুনাজাত।

আবদুর রাজ্জাক

আহমদীয়া জামাত

[সংক্ষিপ্ত পরিচিতি]

আল্লাহর নির্দেশে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী বলে দাবী করেন। তিনি তাঁর দাবীর স্বপক্ষে কোরআন, হাদীস ওয়াহী এলহাম, যুক্তি নিদর্শণ ও নিজের পবিত্র জীবন পেশ করেন। ইসলামের পুর্ণজাগরণের জন্য তিনি ১৮৮৯ সালে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। এ জামাত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)য়ের ওফাতের পর হযরত আল্লামা হেকিম নূরুদ্দিন (রাঃ) প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি ১৯১৪ সালে ইন্তেকাল করেন। তৎপর হযরত মীর্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ(রাঃ) দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালে তিনি ইহলোক ত্যাগ করলে হযরত হাফিজ মীর্যা নাসের আহমদ। (আইঃ) তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি আহমদীয়া জামাতের বর্তমান ইমাম। তাঁর নেতৃত্বে জামাতের বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও মানবতা সেবার কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে।

ভারতে অবস্থিত কাদিয়ানে এ জামাতের হেড কোয়ার্টার্স ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় আহমদীয়া জামাতের হেড কোয়ার্টার্স পাকিস্তানের ঝং জিলার রাবওয়াতে স্থানান্তরিত হয়।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বর্তমান আমীর হলেন মোহতরম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব এবং হেড কোয়ার্টার্স হলো :

৪ নং বক্সী বাজার
ঢাকা—১
ফোন : ২৮৩৬৩৫

তারুয়ায় আহমদীয়াত সম্বন্ধে কিছু মূল তথ্য

* এ গ্রামের মরহুম মুন্সী আহমদ উল্লাহ সাহেব সর্ব প্রথম ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার স্বনাম ধন্য মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের হাতে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। মৌলানা সাহেব তদানীন্তন 'বঙ্গ প্রদেশের' প্রথম আমীর ছিলেন।

* মুন্সী আহমদ উল্লাহ সাহেব ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বয়েত গ্রহণ করেন। মৌলবী সৈয়দ সাইদ আহমদ সাহেবের কাছে সংরক্ষিত রেকর্ড হতে এ তথ্য নেয়া হয়েছে।

* ১৯১৬ সালে এ গ্রামে প্রথম আহমদীয়া জামাত তথা আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত হয়।

জামাতের প্রেসিডেন্ট :

মরহুম মুন্সী দিয়ান উদ্দিন আহমদ সাহেব (১৯১৬-৩৭ (তিনি তারুয়ার চতুর্থ বয়েত কারী। সততা ও ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি এ অঞ্চলে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৩৭ সালে ইন্তেকাল করেন।)

(২) মৌলবী আহমদ আলী সাহেব ১৯৩৭-৭৪ (১৯৩২ সালে তিনি কাদিয়ানে গিয়ে হযরত খলিফাতুল মসিহ সানির (রাঃ) হাতে বয়েত নেন।)

(৩) মুন্সী আবদুর রাজ্জাক সাহেব ১৯৭৪

খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ :

	সময় কাল
আবুল কাশেম	১৯৫৯-৬০
আমীরুল হাসান	১৯৬০-৬৩
কোরাইশী মোহাম্মদ সাদেক	১৯৬৩
মোহাম্মদ হারুন	
বজলুর রহমান	
এমদাদুল হক	
মীজানুর রহমান	১৯৭৭
মোবাশ্বের আহমদ	১৯৭৭

লাজনা

প্রেসিডেন্ট :	সেক্রেটারী
মোহসেনা খানম ১৯৫৩ জুলাই	রাফিয়া হক
শামসুন নেছা	রাফিয়া হক
করিমুন নেছা	সাজেদা
মরিয়মুন্নেছা ১৯৬৮	কায়সার বিনতে আহমদ
হুনুফা বেগম ১৯৭০	জোহরা বেগম

কোরান পাকে আল্লাহ বলেন :

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না, তারা বেঁচে আছে, আল্লাহর কাছ থেকে তারা উপজীবিকা পায়।

(সুরা-আল-ই ইমরান ১৬৯ আয়াত)

* তারুয়ার প্রথম ও বাংলাদেশের আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় শহীদ হলেন জনাব আবদুর রহিম (রাঃ)। ১৯৬৩ সালের ৪ঠা নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে বিনা প্ররোচনায় বিরোধীদের আঘাতের ফলে শহীদ ওসমান গনির (রাঃ) পরে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

* ঐ সময়ে বিরোধীদের দ্বারা এ গ্রামের আরো যারা মারাত্মকভাবে আহত হন তারা হলেন : (১) মরহুম মুন্সী আওছাফ আলী সাহেব। তিনি তারুয়ার দ্বিতীয় বয়েত কারী (১৯১৫)। (২) জনাব ডাক্তার আবুল কাশেম ওরফে চান মিয়া। (৩) মরহুম সায়েদুল হাসান ওরফে হোসেন। (৪) মুন্সী সবজা আলী।

"আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার কিনারায় কিনারায় পেঁছে দিব"।

এলহাম, হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)।

অবিভক্ত ভারতের তদানীন্তন পাঞ্জাবের অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রাম হতে যে আওয়াজ ওঠেছিলো ১৮৮৯ সালে তাই প্রতিধ্বনিত হয় প্রায় দেড় সহস্রাধিক মাইল দুরে অবস্থিত তারুয়ার মত একটি গণ্ড গ্রামে ১৯১৪ সালে।

* প্রথম তারুয়াতে জামাত প্রতিষ্ঠার সময়ে (১৯১৬) আহমদীর সংখ্যা ছিল ১০০

* বর্তমান (১৯৭৮) সংখ্যা প্রায় ৭০০। তাছাড়া এ জামাতের যারা কর্ম উপলক্ষে এবং হিজরত করে অন্যত্র চলে গেছেন (যেমন ঢাকা, রংপুর, দিনাজপুর ইত্যাদি স্থানে) তাদের সংখ্যা প্রায় ২০০ জন হবে।

তারুয়ার সালানা জলসার কিছু তথ্য :

* প্রথম সালানা জলসা হয় ১৯২৯ সালে ১ দিনের জন্য। এতে খরচ হয় মাত্র ১৩ টাকা। লোক হয়েছিলো প্রায় ৪০০ জন। এতে অনেক গয়র আহমদী 'তামাশা' দেখার জন্য এসেছিলেন।

* ১৯৭৭ সালে খরচ হয় প্রায় ৫,০০০ টাকা, লোক হয়েছিল প্রায় ৮০০ জন।

* ১৯৭৮ সালে খরচ হয় প্রায় ৬,৫০০ টাকা, লোক হয়েছিল প্রায় ১০০০ জন।

* প্রথমে এক দিনের জন্য এবং যতদুর জানা যায় ১৯৩৯ সাল হতে ২ দিনের জন্য জলসা চলে আসছে। জলসায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই যোগদান করতে পারেন।

* ১৯৭১-৭৬ এ ছয় বছর অনিবার্য কারণে সালানা জলসা করা সম্ভব হয়নি। তাই ১৯৭৮ সালে ৫০তম জলসার পরিবর্তে ৪৪ তম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে জলসায় মেহমানদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাদি স্থানীয় জামাত করে থাকে। গত দুবছর যাবত জলসায় বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদি ছাড়াও আহমদীয়া জামাত কর্তৃক বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের প্রদর্শনীও হয়ে থাকে।

অন্যান্য তথ্য

* তারুয়া জামাত হতে এ পর্যন্ত ৩ জন মোয়াল্লেম হয়েছেন।

* কলমের সাহায্যে এ জামাতের সদস্যগণ কর্তৃক আহমদীয়তের খেদমত :

পুস্তক পুস্তিকার নাম	লেখক
১। হাকীকাতে মেহদী (উর্দু) (এখন দুষ্প্রাপ্য)	মরহুম মুন্সী দিয়ান উদ্দীন আহমদ
২। মোসলেহ মাউদ (বাংলা)	জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী (বর্তমানে ঢাকা জামাতের সদস্য)
৩। ইসলাম তথা আহমদীয়াত সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ ও কয়েকটি পুস্তিকা লিখেছেন।	জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
৪। ১৯৫০-৫২ সাল পাক্ষীক আহমদীর সম্পাদনা করেছেন।	জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ,,
৫। কিশতিয়ে নুহ এর ২য় সংস্করণ ও খাতামা নবীঈন পুস্তকের ভূমিকা লিখেছেন	,,
৬। স্মরণিকা	জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
৭। আহমদীয়াত সম্বন্ধে কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ	জনাব ডাক্তার আবুল কাশেম ওরফে চান মিঞা

বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়ার বিভিন্ন পদে দায়িত্ব বহন করেছেন :

* জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, জেনারেল সেক্রেটারী (১৯৫০-৫২) এবং সেক্রেটারী তালিম ও তছনিফ (১৯৫২-৫৬)

* মৌলবী আহমদ আলী প্রায় ২৬/২৭ বছর ধরে আমীর সাহেবের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন।

* যাঁদের ওয়াকফকৃত জমিতে আহমদীয়া মসজিদ স্থাপিত হয়েছে :

১। মরহুম মুন্সী দিয়ান উদ্দিন আহমদ

২। ,, ,, আবদুল হামিদ

৩। ,, ,, আবদুল মজিদ

যে জাতি তাদের নিষ্ঠাবান কর্মীদের ভুলে যায় ইতিহাস তাদের ক্ষমা করে না, স্মরণ রাখে না। এ শুভ মুহূর্তে শ্রদ্ধাভরে আমরা স্মরণ করছি আমাদের কর্মীদের।

যারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করে গত হয়েছেন। আল্লাহ তাঁদের রুহের মাগফেরাত দান করুন।

পুরুষ	বয়েতের সন	মৃত্যু
(১) জনাব আহমদ উল্লা	১৯১৪	১৯৪২
(২) ,, আওছাফ আলী	১৯১৫	১৯৬৫
(৩) ,, দিয়ান উদ্দীন আহমদ	১৯১৬	১৯৩৭
(৪) ,, মইজুদ্দীন	১৯১৫	১৯৬৩
(৫) ,, সামদান আলী	১৯১৫	১৯৩৪
(৬) ,, আলী আকবর	১৯১৬	১৯৪৬
(৭) ,, মোঃ রফিক মধ্যপাড়া	১৯১৬	১৯৪২
(৮) ,, মোকসুদ আলী	১৯১৬	১৯২১
(৯) ,, ও.া.জদ উদ্দীন	১৯১৬	১৯৪৪
(১০) ,, আবদুল লতিফ	১৯১৮	১৯৭০
(১১) ,, আবদুস সোবাহান	১৯১৮	১৯৩৭
(১২) ,, ওয়াহেদ উল্লাহ	১৯২৫	১৯৬৬
(১৩) ,, জববার আলী		
(১৪) ,, মুন্সী সাহেব আলী	১৯৩৬	১৯৫৪
(১৫) ,, শহীদ আবদুর রহিম		১৯৬৩
(১৬) ,, আফসার উদ্দীন	১৯২৮	১৯৬৭
(১৭) ,, আবদুল হামিদ	১৯১৭	১৯৬৮
(১৮) ,, আবদুল মজিদ (মধ্যপাড়া	১৯৩০	১৯৬৯
(১৯) ,, আবদুল হালিম		
(২০) ,, আবদুল হাই		
(২১ ,, আবদুল মজিদ		
(২২) ,, বশির উদ্দিন		
(২৩) ,, আবদুল আজিজ		
(২৪) ,, আবদুল মজিদ (উত্তর পাড়া)		
(২৫) ,, মোহাম্মদ রফিক ঠাকুর		
(২.) ,, শামু মিয়া		

(২৭) ,, সৈয়দ আলী

(২৮) ,, ফয়জদ্দিন

(২৯) ,, সাইদুল হাসান

(৩০) ,, সাবুদ আলী

মহিলা

২৯)	মোসাম্মৎ জোবেদুন নেছা	১৯৩৪	১৯৬৩
(৩০	,, তাহেরুন নেছা	১৯১৫	১৯৫০

(তারুয়া আঞ্জুমান তাঁহারই ওয়াক্‌প কৃত জমিতে প্রতিষ্ঠিত)

বর্তমানে জামাতের খেদমতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন :—

পুরুষ

(১) মোঃ আহমদ আলী

(২) জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী (ঢাকায়)

(৩) ,, সামসুজ্জমান (মুয়াল্লেম ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)

(৪) ,, মুন্সী আবদুর রাজ্জাক

(৫) ,, মোহাম্মদ সিদ্দিক আলী লণ্ডন)

(৬) ,, মুন্সী আবদুল জববার

৭) ,, মস্তু মিয়া

(৮) ,, মোঃ মুসলেহ উদ্দিন আহমদ (ঢাকায়)

(৯) ,, মুন্সী কাইমুল্লা

(১০) ,, আবুল কাশেম (চট্টগ্রামে)

(১১) ,, মোহম্মদ নুরুল আলম (বাদুঘরে)

(১২) ,, ,, হাসমত উল্লা

(১৩) ,, ফজলুল হক ভুঁইয়া

(১৪) ,, ,, ইয়াকুব আলী

(১৫) , ডাঃ মোহাম্মদ ইউনুস

(১৬) ,, মুন্সী ফুল মিঞা

(১৭) ,, আবদুস সামাদ ওরফে আবু মিঞা

(১৮) ,, জনাব সফি উদ্দিন আহমদ

(১৯) ,, জনাব আবদুল হক (কেতু মিয়া)

(২০) ,, আমীরুল হাসান

(২১) ,, মোঃ মোসলেম উদ্দিন

২২) ,, মাজু মিয়া

(২৩) ,, মোঃ হামিদুর রহমান

মহিলা

(১) করিমুন নেছা
(২) জিন্নাতুন নেছা
(৩) মরিয়ম নেছা
(৪) আছিয়া বেগম
(৫) শিশুর মা
৬) উমেদুন নেছা

বিশিষ্ট বয়স্ক আহমদী :

(১) মুন্সী তাইজদ্দিন
(২) ,, আবদুল আউয়াল
(৩) আবদুল কাদির জিলানী

যেসব আল্লাহ প্রেমিক নিকট ও দূর দূরান্ত হতে এসে আমাদের হাতে হাত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ও হৃদয় নিংড়ানো দোয়া করে চলার পথে পাথেয় যুগিয়েছেন তাঁদের পূণ্য স্মৃতিকে ধরে রাখবো আমাদের মনের মনি কোঠায় ঃ

বাহির হতে আগত বিশিষ্ট মেহমান ঃ—

	সন
(১) মৌ মোঃ ইব্রাহিম বাকাপুরী সাহাবী (রাঃ)	
(২) ,, হেকিম খলিল আহমদ মুংগেরী (রাঃ)	১৯১৪
(৩) ,, পীর সিরাজুল হক নোমানী (রাঃ)	১৯২৭
(৪) ,, খান মোঃ ফরজন্দ আলী খান (রাঃ)	১৯৩৪
(৫) ,, আবদুর রহিম নাইয়ার (রাঃ)	১৯৩৬
(৬) ,, সুফি মতিউর রহমান (রাঃ) (মোবাল্লেগ আমেরিকা)	১৯৩৫
(৭) ,, প্রফেসর আবদুল লতিফ (রাঃ) (আমীর তদানিন্তন বঙ্গ প্রদেশ)	১৯২৭
(৮) ,, খানবাহাদুর আবুল হাসেম খান চৌঃ (রাঃ) (,,)	১৯৩৭
(৯) ,, মৌঃ মোবারক আলী সাহেব (রাঃ) (মোবাল্লেগ জার্ম'ানী, আমীর বাংলাদেশ)	১৯৩৬
(১০) ,, ক্যাপ্টেন খোরশীদ আহমদ (আমীর তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান)	১৯৫৫
(১১) ,, হযরত মির্জা জাফর আহমদ	১৯৫৫
(১২) ,, মৌঃ আলহাজ সলিম (মোবাল্লেস, বহেছ করার জন্য তাকরা আগমন,)	১৯৩৪
(১৩) (ক) আল্লামা জিল্লুর রহমান রাঃ (মোবাল্লেগ)	১৯৩০
(১৪) মৌলবী মাহবুবুর রহমান	
(১৫) আলহাজ মোঃ কোরাইশী মোঃ হানিফ [কাশ্মীরী অনারারী মোবাল্লেগ]	১৯৩৫

(১৬) হযরত মৌঃ আবুল আতা জলনদরী [রাঃ] [মোবাল্লেগ সিরিয়া] ১৯৬৪
(১৭) ,, মির্জা তাহের আহমদ সাহেব ১৯৫৪
(১৮) ,, সৈয়দ মীর দাউদ আহমদ সাহেব ১৯৫৬
(১৯) ,, মৌঃ ইয়ার আরিফ (মোবাল্লেগ) ১৯৫৩
(২০ ,, ,, রহমত আলী সাহেব (রাঃ) ,, ১৯৫৩
(২১) ,, ,, ছাব্বির আহমদ সাহেব ১৯৬২
(২২) ,, ,, সুলতান আহমদ সাহেব (মোবাল্লেগ) ১৯৬৪
(২৩) ,, কমরুদ্দিন সাহেব ১৯৬৬
২৪) ,, আবদুল মালেক খান (মোবাল্লেগ, করাচী) ১৯৬৭
(২৫) ,, আবদুল কাদের (রাঃ) (মোবাল্লেগ) ১৯৬৬
২৬) ,, আবদুর রহমান খান (বাঙালী, মোবাল্লেগ আমেরিকা) ১৯৬৮
(২৭) ডিপুটি হুসানউদ্দিন হায়দার সাহেব (রাঃ) ১৯৫৫
(২৮) মৌঃ মহাশয় মোহাম্মদ ওমর (সদর মুরুব্বী)
(২৯) ,, মোহাম্মদ সাহেব (বর্তমান আমীর বাংলাদেশ আজুমনে আহমদীয়া) ১৯৫৩
(৩০) ,, এড্‌ভোকেট মুজিবর রহমান [পাকিস্তান] ১৯৭৯
৩১। ,, আবদুল হক রানা ১৯৫০
৩২। প্রফেসর বাসারাতুর রহমান ১৯৬৪
৩৩। মৌ মুমতাজ আহমদ (রাঃ) মোবাল্লেগ ১৯৬৪
৩৪। জনাব আবদুস সালাম (দরবেশ কাদিয়ান) ১৯৪৯
৩৫। জনাব ওমর আলী (,, ,,) ১৯৫৪
৩৬। মৌ আবদুল মোতালেব (,, ,,) ১৯৬১
৩৭। মৌ সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব মোবাল্লেগ ১৯৬৩
৩৮। ,, সলিম উল্লাহ সাহেব মোবাল্লেগ ১৯৬৩
৩৯। ,, ফারুক আহমদ সাহেব মোবাল্লেগ
৪০। ,, আহমদ সাদেক মাহমুদ মোবাল্লেগ
৪১। ,, আজমাল সাহেদ মাহমুদ ১৯৫৬
৪২। ,, মুহিবুল্লাহ সাহেব মোবাল্লেগ
৪৩। ডেপুটি খলিলুর রহমান খাদেম ১৯৩৪
৪৪। এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম [রঃ] ১৯৩৯
৪৫। আলহাজ্ব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌঃ [নায়েব আমীর] ১৯৭৫
৪৬। মাসুদা বেগম সাহেবা, প্রেঃ লাজনা ১৯৭৫
৪৭। হুরুন্নেছা বেগম সাহেবা, প্রাঃ প্রেঃ লাজনা ,,

৪৮। ব্যারিষ্টার সামসুর রহমান সাহেব, প্রেঃ সে এসলাহ এরশাদ ,,

৪৯। মোঃ গোলাম আহমদ বন্ধমল্লি [মুরুববী] ,,

৫০। ,, আলী আকবর সাহেব। রাঃ। [মোয়াল্লেম] ,,

৫১। ,, মকবুল আহমদ খান আমীর ঢাকা আঃ আঃ ১৯৭৭

৫২। আলহাজ আবদুস সালাম সাহেব ,,

৫৩। জনাব ফকির ইয়াকুব আলী সাহেব ,,

৫৪। ,, প্রফেসর আবদুল জববার ,,

৫৫। ,, আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব ১৯৬৫

৫৬। ,, বদরুদ্দিন সাহেব, এডভোকেট।

৫৭। ,, আমিনুর রহমান সাহেব, এডভোকেট

৫৮। ,, মজিবুর রহমান, এডভোকেট, রাওয়ালপিণ্ডি (মৌঃ জিল্লুর রহমান সাহেবের জৈষ্ঠ পুত্র ও আরো অনেকে)

সত্যের অগ্রগমন কখনও ফুলেল হয় না। প্রবল বিরোধীতা সব নবী রসুলদের পথকেই কণ্টকাকীর্ণ করে তুলেছে। তবে যারা বিরোধিতা করেন তারাও পরোক্ষভাবে ও অজ্ঞাতসারে সত্যকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে নিতে সহায়ক হন। কারণ এতে নবীর জামাত আল্লাহর দিকে বেশী করে ঝোঁকে, আত্মশোধনে ব্রতী হয় ও সুসংগঠিত হয়। ফলে বিরোধিতার পর পর বয়েতকারীর সংখ্যা বেড়ে যায়। তাই তারুয়া আহমদীয়া জমাতের বিরোধীগণের মধ্যে যাঁরা অগ্রাধিকারের দাবীদার তাঁদের নামোল্লেখ না করলে এ জামাতের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা পূর্ণ হতে পারে না।

বিরোধী মৌলভী মৌলানাদের কয়েকজন :—

১। মোঃ হাসান আলী সাহেব-গিলাতলা-কুমিল্লা

২। ,, তাজুল ইসলাম সাহেব—ব্রাহ্মনবাড়ীয়া

৩। ,, ইউনুস সাহেব। রাঃ মাদ্রাসা স্থাপয়িতা।

৪। ,, সামসুজ্জমান সাহেব—সররাবাদ

৫। ,, আবদুল মজিদ ,,—কালিকা প্রসাদ

৬। ,, আবদুল বারিক ,,—হেড মৌঃ তালশহর মাদ্রাসা ও আরও অনেকে।

উল্লেখযোগ্য বহেছ

সন	স্থান
১। ১৩২১ বাং	মাহমুদ আকবরের মসজিদের সম্মুখে
২। ১৩৩২ বাং	তারুয়ার পশ্চিমপাড়ার রিয়াজুদ্দিনের বাড়ী
৩। ১৯৩৪ ইং	তারুয়া আহমদীয়া মসজিদের সম্মুখে
৪। ১৯৩৮ ইং	উকিল আবদুর রউফ সাহেবের বাড়ী

গ্রামের কিছু পরিসংখ্যান ঃ—

পরিবার সংখ্যা প্রায় ১,০০০ মোট জনসংখ্যা প্রায় ৫০০০। আহমদী পরিবার ৭২টি, এবং সংখ্যা প্রায় ৭০০ জন।

তাহাদের মধ্যে ঃ—

পুরুষ—৩৫০ জন	মহিলা—৩৫০ জন
আনসার—১২০ জন	লাজনা—১৬০ জন
আতফাল—১৩০ জন	নাসেরাত—১৯০ জন
খোদ্দাম—১০০ জন	

কোরান পড়িতে পারে—৩০০ জন। কোরান অর্থ করিতে পারে—২০ জন। উর্দু পড়িতে পারে ১০ জন। মাষ্টার ডিগ্রী ১০ জন। স্নাতক ডিগ্রী ১২ জন। ইন্টারমেডিয়েট ৫০ জন। ম্যাট্রিক ১০০ জন। মাদ্রাসায় পড়ছেন ৫ জন।

বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিতঃ—

কৃষি ১০০ জন, চাকুরী ৫০ জন, ডাক্তার ১০ জন, নার্স ২ জন। অন্যান্য ব্যবসায় ৩০ জন।

তারুয়ার জামাতের তবলিগি প্রচেষ্টা ঃ

এ জামাতের প্রচেষ্টায় প্রধানতঃ যে সব এলাকায় তবলিগ পৌঁচেছে ও জমাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো ঃ—

* জামাত—দুর্গারামপুর, শাহবাজপুর, চরসিন্দুর, নারায়ণগঞ্জ, অষ্টগ্রাম, তালশহর, বড়চর।

* যেসব এলাকায় তবলিগ করা হয়েছে ঃ—তালশহর, আশুগঞ্জ, খলাপাড়া, ভৈরব, অষ্টগ্রাম, ভবানীপুর আড়াইসিধা, নাওঘাট, চিলকুট, বড়াইল, যাত্রাপুর, বড়তল্লা, সোহাগপুর, কেন্দাই, ছোটহরণ, বড়হরণ, দোগীরাসার, বায়েক, লালপুর, মির্জাচর ইত্যাদি।

* এ জামাত বহু নিপীড়িত, নির্যাতিত ও গৃহবিতাড়িত আহমদী ভাইবোনকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য সহায়তা দান করেছে।

* আশেপাশের বিভিন্ন আহমদী ভাইবোনদেরকে এবং ক্ষুদ্র জামাত সমূহকে সাধ্যমত সহায়তা ও সহযোগিতা দিয়ে আসছে। যেমন নাওঘাট, তালশহর, ক্ষুদ্রব্রাহ্মণবাড়ীয়া নাটাই, অষ্টগ্রাম, দুর্গারামপুর, ইত্যাদি। এসব জামাতও আমাদেরকে সাধ্যমত সহায়তা দিয়ে আসছে। ঢাকা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এসব জামাত হতেও কাজের আহবান আসলে তারুয়ার জামাত সাধ্যমত সাড়া দিয়ে থাকে।

গ্রামের কল্যাণে আহমদীগণের অবদানঃ বালিকা বিদ্যালয়, বাজার ও কমিউনিটি সেন্টারের জন্য জমি দিয়েয়েছেন :—

মৌলভী আহমদ আলী
,, মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
,, মোহাম্মদ সিদ্দীক আলী
,, মোবাশ্বের হোসেন
,, মোদাছের হোসেন

মরহুম প্রফেসর মোহাম্মদ আলী সাহেবের পুত্রদ্বয়।

তারুয়া গ্রামের অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :—

(ক) কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমা ও উক্ত থানায় অবস্থিত একটি গ্রাম তারুয়া। মহকুমা শহর হতে প্রায় ৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে এবং আশুগঞ্জ হতে প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত। নিকটস্থ রেলষ্টেশন তালশহর হতে প্রায় ১ মাইল পশ্চিমে। এ অঞ্চলে এটি একটি অতি প্রাচীন গ্রাম।

(খ) গ্রামে পোষ্ট অফিস, মেয়েদের একটি হাইস্কুল, একটি প্রাইমারী স্কুল, একটি কমিউনিটি হল ও একটি বাজার আছে। গ্রামে আহমদীদের একটি এবং অন্যান্য মুসলমানদের ৫টি মসজিদ আছে।

(গ) গ্রামের দক্ষিণে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-লালপর সড়ক এবং উত্তর দিকে ব্রাহ্মনবাড়ীয়া চারতলা সড়ক অবস্থিত। এ দুটো সড়ক একটি ছোট সড়ক দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে। বর্ষায় নৌকায় এবং শুকনোর সময় পায়হেঁটে যাতায়াত করতে হয়। বর্ষার আগে ও পরে কিছুদিন যাতায়াত সমস্যা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

(ঘ) গ্রামে বিত্তবান লোকের সংখ্যা কম। ব্যবসা বাণিজ্য এবং কুটির শিল্পের তেমন প্রসার নেই। বেশীর ভাগ লোক গরীব কৃষক, কৃষি শ্রমিক। গ্রামের একটি বৈশিষ্ট হলো সাধারণভাবে লোকজন উদার মনোভাবাপন্ন। তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা ভাবনা করেন। মতদ্বৈতায় ধৈর্যশীল; যুক্তিদ্বারা একে অন্যকে প্রভাবিত করতে চায়। আশেপাশের গ্রামে এ সবের প্রভাব পড়েছে। উল্লেখ্য যে বিপদে আপদে গ্রামবাসীদের মাঝে নিবিড় একতা পরিলক্ষিত হয়। তবে উন্নয়নমুলক কাজে তাদের আরো অনেক সুসংগঠিত হতে হবে। গ্রামের "জাগরনী সংঘ" ছাত্র যুবক ও কিশোরদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

ঙ। আহমদীয়া জামাত অনেকটা সংগঠিত তবে তাদরে আরো অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে ১৯৭১ সাল হতে ছয় বছর সালানা জলসা হয়নি। ১৯৭৭ সালে নতুন করে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। খোদার অসীম রহমতে ও মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের (সদর মুরুব্বী) নিরলস চেষ্টায় জামাতে বিশেষ করে খোদ্দামদের মাঝে নবচেতনা দেখা দেয়। এ চেতনাকে বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে আমাদের।

স্মরণিকা প্রকাশনার প্রেরনা :—

১৯৭৮ সালে ৪৪তম জলসার সময়ে প্রদর্শনীতে তাড়াহুড়া করে তারুয়া জামাতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়। তাতে দর্শকদের মাঝে একটা নতুন উদ্দীপনা দেখা যায়। এতেই তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা দিবস প্রতিপালন এবং এ উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ করার ধারণা আসে। এরূপ প্রকাশনা শুধু কোন জামাতের ইতিহাসকে রক্ষাকরবেনা; তবলিগের কাজেও সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

স্মরণিকা লিখেছেন —

মূল—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

সাহায্য করেছেন—মৌলভী আহামদ আলী
মুন্সী আবদুর রাজ্জাক
মোঃ আখতার হোসেন
মৌলবী আবুল কাশেম
আমীরুল হাসান
মোবাশ্বের আহমদ

এ প্রয়াশ যদি বাংলাদেশের অন্যান্য জামাতকে সাধারণের কাছে তাদের ইতিহাস তুলে ধরার অনুপ্রেরণা যোগায় এবং তারুয়া জামাতকে আরো এগিয়ে যেতে সহায়ক হয় তবেই আমরা আমাদের প্রচেষ্টাকে স্বার্থক মনে করবো।

কল্যাণের আহবান

আজকের আনন্দের দিনে যেসব ভাইবোন এখনও আহমদীয়াত গ্রহণ করেননি, আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে ইমাম মাহদী (আঃ)কে গ্রহণ করতে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে আমরা তাদেরকে আহবান জানাচ্ছি। এ আহবান হযরত মোহাম্মদ (সাঃ য়ের আহবানেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। কারণ হুজুর (সাঃ) বলেছেন ঃ "ইমাম মাহদী বাহির হওয়ার খবর পাওয়া মাত্রই তাঁর হাতে বয়েত করিও, যদিও বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়" (ইবনে মাজা—৩১০ পৃষ্ঠা)। আমাদের জন্য, ইসলামের জন্য, আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ না হলে তিনি নিশ্চয়ই এত কঠিন আদেশ দিতেন না। ভেবে দেখুন তারুয়া ও এর আশেপাশের তথা বাংলাদেশের লোকদের জন্য এ আদেশ পালন করা কত সহজ। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ইমাম মাহদী (আঃ)য়ের অনুগামীগণের দ্বারা ৭৭টি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুবিধা মতো যে কোনটির সাথে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তা না করেন তবে জানি না রসুলপাকের কাছে আপনার কি জবাব হবে?

আমাদের আহবান সবার জন্যই। তবুও খাছ করে তারুয়াবাসী ও আশেপাশের গ্রামবাসীদের কাছে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের সেবার দ্বারা মানবজীবনকে সার্থক করে তোলার আবেদন জানাচ্ছি। কেননা আমরা সবাই পাড়াপড়শী। একই আলোতে চোখ মেলি, একই বাতাসে শ্বাস ফেলি। একই পানিতে জীবন বাঁচাই, একই দেশের মাটিতে আমরা ফসল ফলাই। পরস্পরের জীবন সাথী, সুখ-দুঃখের ভাগী আমরা। আপনাদের বাদ দিয়ে কোন পাওয়াই আমাদেরকে তৃপ্তি দিতে পারে না। যেমন মক্কাবাসীদেরকে বাদ দিয়ে রসুল করীম (সাঃ) ইসলামের শান্তি সুধা পানে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারেননি। আসুন আমরা সবাই মিলে আল্লাহর পথের পথিক হই, আল্লাহ প্রদত্ত বাণী ও আদর্শের বাহক হই।

উপসংহার

সব দুর্বলতা দূরে ফেলে, ধুয়েমুছে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে সত্যের আলোকে, হৃদয়ের ঔদার্য্যে, চরিত্রের মাধুর্য্যে, জ্ঞানের প্রাচুর্য্যে এবং সর্বোপরি দোয়ার বরকতে।

সর্বশেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে করজোড়ে মোনাজাত জানাই তিনি যেন তাঁর অপার অনুগ্রহে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সবার জন্য কল্যাণকর করেন। আমীন।

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ "যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদা-তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফে আল্লাহ্ তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়াসাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমার উপর ইমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হেমুস সালাম) কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নমাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি অরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে কবে সে বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে আমাদের এই অঙ্গিকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এ সবের বিরোধী ছিলাম? ('সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ)।" (আইয়ামুস্ সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭।

আহমদীয়া জামাতে বয়াত গ্রহণের দশ শর্ত :

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে :

১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শিরক হতে পবিত্র থাকবে।

২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন' তাহার শিকারে পরিণত হবে না।

৩) বিনাব্যতিক্রমে খোদা ও রাসূলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে। সাধ্যানুসারে তাহাজ্জদের নামায পড়বে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়বে। প্রত্যহ নিজের পাপসমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করবে ও আস্তাগফের পড়বে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে হাম্‌দ ও তারিফ করবে।

৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখকষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফায়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করবে, কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কোরআনের অনুশাসনে ষোলআনা শিরোধার্য্য করবে, এবং আল্লাহ ও রাসূলে করীম সাল্লালাহো আলাইহে ওয়াসালামের আদর্শকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭) ঈর্ষা ও গর্ব, সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, গাম্ভীর্যের সহিত জীবনযাপন করবে।

৮) ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানবকল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সব আদেশ পালন করবার প্রতিজ্ঞায় এ অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মজিদ আলাইহিস সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, এ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাবে না।

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী

হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ। হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বিপবাসিগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না।

আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানব শূন্য পাইতেছি। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিবেন।

যাহারা কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া আবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নুহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, লুতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে।

খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর, অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে, কীট, তাঁহাকে যে ভয় করে না, সে জীবিত নহে, মৃত।"

—(হকীকাতুল ওহী, ১৯০৬ ইসাব্দ)

মরহুম হযরত মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী

তদানীন্তন বৃটিশ ভারতের অন্তর্গত বঙ্গদেশের প্রথম "বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানের সংগঠনকারী এবং বঙ্গদেশের আহমদীয়া জামাতের সর্বপ্রথম আমীর হযরত মৌলনা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ১৮৫৩ সালে কুমিল্লা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া থানার নাছিরপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আল্লামা সৈয়দ আবদুল গফ্ফার সাহেব ওরফে হাজী জোয়াদুল্লাহ। হাজী জোয়াদুল্লাহ অত্যাধিক ধর্মপ্রাণ এবং হিজরী এয়োদশ শতাব্দীর খোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রাঃ) এর তরিকাভুক্ত হযরত শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক মোহাদ্দেশ মেহলভী মোহাজের মক্কী [রাঃ) এর সাগরেদ ছিলেন। বাংলাদেশে এ পরিবারের পূর্ব-পুরুষ ছিলেন মোয়ারেছে আলা কুতুবুল আওলিয়া শাহ্ নাছির উদ্দিন। তাঁর মাজার শরীফ সিলেট জিলার "মুরারবন্দ" নামক স্থানে অবস্থিত। শাহ্ জালাল (রাঃ) এর আগমনের আড়াইশত বৎসর পূর্বে শাহ্ নাছির উদ্দিন (রাঃ) মদীনা হতে এসে এদেশে ইসলাম প্রচার করেছিলেন।

তিনি মালদহ জিলার গেটের বাদশাহ (১৪৮৩-১৫১৯ইং) হুসেন শাহের পীর ছিলেন। বাদশাহ হুসেন শাহ্ এর আহবানে শাহ্ নাছির উদ্দীন (রাঃ) এদেশে এসেছিলেন। হযরত মৌলনা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব [রহঃ] শাহ্ নাছির উদ্দীন (রাঃ) এর পঞ্চদশ অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন।

তখনকার প্রথানুযায়ী পিতার কা[illegible] প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর উচ্চ শিক্ষার জন্য মৌলনা আবদুল ওয়াহেদ সাহেব কলকাতা গমন করেন। সেখানে কিছুদিন লেখা-পড়া করার পর তিনি লক্ষ্ণৌতে যান। লক্ষ্ণৌতে তখন বাস করতেন সে যুগের প্রখ্যাত আলেম মৌলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌ ফিরিঙ্গী মহল্লী। তিনি তাঁর কাছে প্রায় দশ বৎসরকাল বিদ্যার্জনে নিয়োজিত ছিলেন।

শিক্ষা সমাপন করে তিনি ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া ফিরে আসেন এবং অত্র এলাকার জনগণের অনুরোধ স্থানীয় জামে মসজিদের ইমামতি পদ গ্রহণ করেন। তিনি একাধারে ম্যারিজ রিজিষ্টার, মুফ্তী এবং ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া অন্নদা হাইস্কুলের হেড মৌলভী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব উচ্চমানের চারিত্রিক বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন। তিনি বিরাট ব্যক্তিত্ব, জবরদস্ত আলেম এবং সূক্ষাতি-সূক্ষ্ম ব্যাপারে গবেষকহিসেবে সুধী সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। পার্শী ভাষায় এল্‌মে তাছাওয়াফ সম্পর্কে "কাবাছাতুল আনওয়ার" নামে একখানা রেছালা প্রণয়ন করেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। এ অঞ্চলে তাঁর মুরীদ ছিল প্রায় লক্ষাধিক এবং সমগ্র এলাকায় তিনি "বড় মৌলবী সাহেব হুজুর" নামে মশহুর ছিলেন।

মৌলনা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ইমাম মাহদী(আঃ) এর দাবীর সংবাদ সর্বপ্রথম পান ১৯০৭ সনে। লাহোরের প্রখ্যাত হেকীম হযরত মুহম্মদ হুশেন কোরেশী তাঁকে এ খবর দেন। খবর পাওয়ার পর তিনি এব্যাপারে গবেষণা চালান এবং পুরাদস্তর তাহকীক লাভ করবার জন্য সরাসরি কাদিয়ান থেকে হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর দাবী সম্মলিত বইপুস্তক হেকীম সাহেবের মারফত আনয়ন করেন।

বইপুস্তক পাঠ করার পর মৌলনা সাহেবের মনে আহমদীয়তের সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। অতপর তিনি হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ আঃ এর সহিত সরাসরি পত্রালাপ করেন এবং পত্রের মাধ্যমে হুজুর সমীপে অনেক প্রশ্ন তুলে ধরেন। এ সমস্ত প্রশ্ন এবং উত্তর ইমাম মাহীদ আঃ এর প্রসিদ্ধ পুস্তক "বারাহীনে আহমদীয়ার" পঞ্চম খণ্ডে লিপিবদ্ধ আছে। তারপর ১৯১২ সালে মৌলানা সাহেব কাদিয়ান অভিমুখে রওয়ানা হন। কাদিয়ানের পথে তিনি ভারতবর্ষের বিখ্যাত আলেম-ওলামাদের সংগে আহমদীয়াত সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করেন। তাঁদের নিকট কোন সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে মৌলনা সাহেব অত্যন্ত মর্মাহত হন। উপরোক্ত আলেমদের কয়েকজন হলেন :—

১। লক্ষ্ণৌ নিবাসী মৌলনা শিবলী নোমানী
২। মুফ্‌তী আবদুল্লাহ টোঁকি
৩। সৈয়দ আহমদ রেজাখান বেরলভী
৪। আল্লামা আবদুল হক দেহলভী মোফাচ্ছের তফছির এ হাক্কানী
৫। মৌলভী ছানাউল্লাহ অমৃতসরী
৬। মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবি

প্রখ্যাত আলমদের সংগে পত্রালাপের বিবরণ মৌলানা সাহেব প্রণীত "জজবাতুল হক" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।

অবশেষে মৌলানা সাহেব কাদিয়ান পৌঁছে হযরত হাফেজ মৌলানা নুরুদ্দিন খলিফাতুল মসীহ আউয়ালের (রাঃ) সংগে ১৫ দিন অবস্থান করেন এবং মত বিনিময় করেন। অবশেষে আহমদীয়াত সম্বন্ধে খুটিনাটি বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হয়ে এবং এর সত্যতা গভীর ভাবে উপলব্ধি করে ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে খলিফা আউয়ালের (রা,) হাতে বয়াত নি[illegible] স্বদেশে ফিরে আসেন।

উল্লেখযোগ্য যে মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব সর্বপ্রথম আহমদীয়া সংগঠন "আহমদীয়া এসোসিয়েশন" গঠন করেন। আহমদীয়া এসোসিয়েশনের কেন্দ্র ছিল ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া শহরে। খলিফাতুল মশিহ আউয়াল (রাঃ) মৌলানা সাহেবকেই তদানীন্তন বঙ্গ দেশের প্রথম আমীর এবং প্রথম মোবাল্লেগ হিসাবে নিযুক্ত করেন।

মৌলনা সাহেব আজীবন এ দু'পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ৭৩ বৎসর বয়সে ১৯২৬ সালের ১৮ই মার্চ (২রা রমজান) ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া...রাজেউন।

তিনি চলে গেলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক মাধুর্য, জ্ঞান পিপাসা ও সত্যনিষ্ঠা এখনও এলাকাবাসীকে প্রভাবান্বিত করে চলেছে।

লেখক পরিচিতি

জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ১৯১৯ সালের ১লা মার্চ তারুয়া গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি অষ্টম শ্রেণীতে পড়া কালে ১৯৩৪ ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার এ্যাড ভোকেট মরহুম জনাব গোলাম ছমদানী খাদিম সাহেবের তবলিগে আহমদীয়া জামাতে দাখেল হন। তিনি বিভিন্নভাবে জামাতের খেদমত করে যাচ্ছেন। তিনি সুলেখক ও সুবক্তা। সাহিত্য কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৮ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি পদক ভূষিত হয়েছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত পুস্তক 'মোসলেহ মাউদ'। মোহতরম আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেবের নির্দেশে ও জনাব আলী সাহেবের প্রচেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে ১৯৫০ সাল হতে পাক্ষীক আহমদী পত্রিকা নব পর্যায়ে প্রকাশিত শুরু হয়। তিনি ধর্ম এবং সামাজিক বিষয়াদি ছাড়া কৃষি বিষয়ে লিখে থাকেন। ইতিমধ্যে তাঁর ৯টি বই প্রকাশিত হয়েছে। আরো অর্দ্ধ ডজন পুস্তক প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

তিনি ধর্ম, এবং দেশ ও জাতি গঠন মূলক বিষয়াদি নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশ বেতার হতে তাঁর প্রায় সহস্রাধিক কথিকা ও মন্তব্য প্রচারিত হয়েছে।

পুস্তাকাদি বিলির মাধ্যমে তিনি নিষ্ঠার সাথে সারা বছর তবলিগ করে থাকেন। তাঁর তবলিগে যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন তন্মধ্যে জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের নাম বিশেষ উল্লেখ্য।

কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পদে তিনি দীর্ঘ ৩৩ বছরের অধিককাল চাকরী করেন। তিনি অতিরিক্ত কৃষি পরিচালক হিসেবে ১৯৭১ সালে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষিবিদ সমিতির নির্বাচিত প্রাক্তন সভাপতি। তাছাড়া তিনি অনেকগুলো সমাজকল্যান সংস্থার সাথে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত আছেন।

তাঁর কথায়:

ভাল বীজ, উর্বরা মাটি, অনুকুল আবহাওয়া ও প্রয়োজনী যত্ন কোনটা ছাড়া ভাল ফসল পাওয়া যায় না। তেমনি ইমান, আন্তরিকতা, আনুগত্য, প্রচেষ্টা কোনটাকে বাদ দিয়ে ভাল মানুষ তথা মোমেন হওয়া যায় না।

মোঃ আখতার হোসেন

পরম করুণাময় সমীপে তাঁর সুস্থ ও কর্মবহুল দীর্ঘজীবন কামনা করি।